সুনীল সম্পর্কে দু'একটি কথা

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

সুনীল আগে আমার বন্ধু, পরে সহকর্মী। ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের শুরু কৃত্তিবাসের আমলে। আমাদের এক বন্ধু দীপক মজুমদার আমাকে ওর কাছে নিয়ে যায়। তার আগে আমি ওর ভক্ত ছিলাম। যখন নিজে লিখি না, তখন থেকেই আমি ওর লেখা পড়ছি। বলতে গেলে ওর প্ররোচনাতেই আমার কবি হওয়া। আমার দ্বিতীয় পদ্য 'সুবর্ণরেখার জন্ম' কৃত্তিবাসে ছাপা হয়েছিল। পরে কৃত্তিবাসে অনেক লিখেছি। প্রায় সব সংখ্যাতেই। সেই থেকেই ওর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। তারপর কখন যে ওর সঙ্গে এতো জড়িয়ে পড়েছি বুঝতে পারিনি। তারও অনেক পরে ও আমার সহকর্মী হয়। কারণ আমিই আগে আনন্দবাজারে যোগ দিই। ও পরে।

সুনীল যখন দেশ পত্রিকায় যায়নি, তখন আমি আর ও একই তলায় বসতাম। আনন্দবাজার নিউজ-এ। প্রায় সব সময়েই দেখা হত। তারপর আমি নিউজেই থেকে গেছি। ও চলে যায় দেশ পত্রিকায়। সম্পাদনা বিভাগের অনেক গুরুদায়িত্ব নিয়ে। এখন ওর সঙ্গে দেখা করতে তিন তলায় নামতে হয়। খুব কাজের চাপ না থাকলে রোজই ওর সঙ্গে একবার দেখা করি। আড্ডা গল্পগুজব কিছু স্মৃতিচারণ হয়। চা-টা খাই। আবার ওকে খুব চাপের মধ্যে থাকতে দেখলে দেখা দিয়েই চলে আসি। আগে, বছর দুয়েক আগেও সন্ধের আড্ডায় যেতাম দুজনেই। এখন আমি আর আড্ডায় যাই না, ক্লাবেটাবেও যাই না। কাজেই আমাদের দেখা হওয়াটা বেশিরভাগই এখন অফিসে। সেখানেও বেশি কথা লেখাপত্র কাজকর্ম ইত্যাদি নিয়ে। অন্তরঙ্গ কথাবার্তা আর আগেকার মতো হয় না। মাঝে-মাঝে বড় পুরনো সময়ে ফিরে যেতে ইচ্ছে হয়। উপায় নেই, সে সময় আর ফিরে আসে না।

ও আকাদেমি পাওয়ার পর একদিন ওর সংবর্ধনার নামে আমার বাড়িতে একটা আড্ডা জমিয়েছিলাম। পুরনো বন্ধুদের আসতে বলেছিলাম। কেউ কেউ ওর জন্য ফুল এনেছিল। আমি অবশ্য ফুলের কোনো ব্যবস্থা রাখিনি। ও এনেছিল একটা পানীয়। আমিও পানীয়ের ব্যবস্থা রেখেছিলাম। টেপটা চালিয়ে রেখেছিলাম সারাক্ষণ। কিছু কথা কিছু গান। কাজ, অফিস, সব ছাপিয়ে সুনীল কয়েক ঘণ্টার জন্য কৃত্তিবাসের বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল এখন কত ব্যস্ত আমরা। আমাদের বয়স হয়ে গেছে কত। একসময় সকাল থেকে দুপুর গড়িয়ে রাত, রাত কাটিয়ে পরের দিন কত গল্পগুজব আড্ডায়— না-শেষ-হওয়া কত কথায় কেটে গেছে। এখন কত সহজেই কথা ফুরিয়ে যায়। কত সহজে একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। বুঝতে পারি বয়সই হয়ে গেছে।

আগে আমরা একসঙ্গে খুব বাইরে যেতাম। এখনও কখনও কখনও যাওয়া হয়—তবে সেভাবে আর যেতে পারি না। গত বছর আমি সুনীল আরও দুজন পুরনো বন্ধু একসঙ্গে প্ল্যান করে বেড়াতে গিয়েছিলাম। মধ্যপ্রদেশে। আচানক মার-এর দিকে 'অবুঝ মার' বলে একটা জায়গায়। অবুঝ মারিয়াদের দেখতে। ওরা এখনও সভ্যতার আগের যুগে পড়ে আছে। যেতে যেতে আমাদের জিপ খারাপ হয়ে যায়। আমরা আটকে পড়ি গহন জঙ্গলে। খবর পাঠিয়ে ছিলাম সরকারি কর্তাদের কাছে। সাহায্য আসার আগেই রাত হয়। ভাবিনি বেঁচে ফিরতে পারবো। মনে হচ্ছিল সুনীল আমি—আমরা একসঙ্গে মারা যাচ্ছি। না জানা একজন আদিবাসী আমাদের উদ্ধার করে। পরের ছ'সাত দিন আমরা পুরনো দিনগুলোয় ফিরে গিয়েছিলাম।

আগেই বলেছি, যখন নিজে লিখি না তখন থেকেই আমি সুনীলের ভক্ত। গদ্য লেখায় ও খুব স্বচ্ছন্দ। ওর কলমের ভাষা খুব মিষ্টি। পড়তে শুরু করলে, শেষ না

করে থামা যায় না। তবু আমি বলব, কবি সুনীল গদ্য লেখকের চেয়ে অনেক বড়। আমার মনে হয় কবিতা লেখার সময় ওর ওপর কোনো দৈবীশক্তি ভর করে। ও কবিতায় এমন সুন্দর নাট্যমুহূর্ত তৈরি করতে পারে— যা আর কারও মধ্যেই আমি দেখি না। ও আমায় বলতো, কবিতায় খুব বেশি কবিত্ব ব্যাপারটা ওর তেমন পছন্দ নয়। ওর নিজের কবিতায় যে ব্যাপারটা থাকেই না প্রায়। সুনীল আমার কবিতা পড়ে অ্যাপ্রিসিয়েট করলে খুব ভাল লাগে। সমালোচক হিসেবে ও আমার শ্রদ্ধেয়। কাজেই আমার কবিতা কখনও ওর তেমন ভাল না লাগলে আমার মন খুঁত খুঁত করে। ও অবশ্য স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই আবার ভাবতে বলে— নতুন করে লিখতে বলে।

সুনীল খুব ভাল পাঠকও— আমি তেমন পাঠক নই।

সম্পাদক হিসেবে সুনীলকে খুব লিবারাল মনে হত। এখনও ও যথেষ্টই লিবারাল। তবু মনে হয় ও এখন অনেক কম্প্রোমাইজ করছে। বয়স বাড়ার জন্যই হোক বা অন্য কোনো বাধার কারণেই হোক, সুনীল এখন অনেক পালটে গেছে। নিঃসন্দেহে সুনীল সফল সম্পাদক। সেটা কৃত্তিবাসের সময়ই মনে হত। এখন তো দেশ-এর মতো পত্রিকার সম্পাদনা বিভাগের অন্যতম প্রধান কর্মী, মাস রিডারশিপ ধরার জন্য কত ভাবনাচিন্তা করতে হচ্ছে। সেখানে তো বহু ক্ষেত্রেই কমপ্রোমাইজ করতে হবে এবং সম্পাদনার শর্তও তো তাই— একসঙ্গে বহু পাঠকের মনের মতো কাগজ তৈরি করো। এ ক্ষেত্রেও সুনীলকে খুব সাকসেসফুল মনে হয় আমার। যদিও অনেক ক্ষেত্রেই আমি ওর সঙ্গে একমত হতে পারি না। দেশ পত্রিকার জন্য ও যেসব কবিতা বাছাই করে, এবং দেশ-এ যেসব কবিতা প্রকাশিত হয়, আমি হলে তার অনেকগুলিই ফেলে দিতাম। জানি, কবি ও কবিতাকে ও কতটা স্বাধীনতা দেয়, নতুন লেখকদের তুলে আনার জন্য ও বহু সুযোগ তৈরি করে দেয়। তাহলেও বলব, সুনীলের আরও একটু কঠোর হওয়া দরকার। আমি আসলে কৃত্তিবাসের সুনীলকে ফিরে পেতে চাই।